বিদ্যুৎ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন
অন্যকে ব্যবহারের সুযোগ দিন

জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ ২০১০
বিশেষ ক্রোড়পত্র ৮ ডিসেম্বর ২০১০

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২৪ অগ্রহায়ণ ১৪১৭
০৮ ডিসেম্বর ২০১০

দেশে প্রথমবারের মত ৮-১২ ডিসেম্বর ২০১০ জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। উৎপাদিত বিদ্যুতের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে জনগণকে সচেতন করার ক্ষেত্রে এ সপ্তাহ পালন বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি।

বর্তমান যুগে জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুতের বিকল্প নাই। কিন্তু বিএনপি-জামাত জোটের ৫ বছর এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ২ বছরে দেশে এক মেগাওয়াট বিদ্যুতও উৎপন্ন হয়নি। বিদ্যুতের ঘাটতি নিরসনে আমরা অতিদ্রুত,স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

ইতোমধ্যে প্রায় ১০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমরা জাতীয় গ্রীডে যোগ করেছি। অচিরেই আরও ৪শ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যোগ হবে।

উৎপাদনের পাশাপাশি আমাদের বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হতে হবে। এ জন্য আমি জনগণকে সচেতন হতে আহ্বান জানাচ্ছি।

জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ ২০১০-এর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ ২০১০
প্রাসঙ্গিক ভাবনা

পটভূমি

দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও শিল্প-কারখানাসহ দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। কিন্তু বিগত বছরগুলোতে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়ায় বিদ্যুতের ঘাটতি রয়েছে। দেশে বিরাজমান বিদ্যুৎ ঘাটতি বর্তমানে একটি বাস্তবতা। তবে বর্তমান সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেই বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ এ খাতকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে ভিশন ২০২১ অনুযায়ী দেশের সকল নাগরিককে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে অতি দ্রুত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

উপরিউক্ত গ্রাফ পর্যালোচনায় দেখা যাবে, গ্রাহকের চাহিদার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিকে বিবেচনায় এনে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে এতে ২০১২ সালের দিকে এসে লোড শেডিং এর মাত্রা ন্যূনতম পর্যায়ে আসবে বলে আশা করা যায়।

বর্তমান বিদ্যুৎ খাত

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অন্যতম ঘনবসিতপূর্ণ দেশ। বর্তমানে ষোল কোটি লোকের প্রায় ৭৯% গ্রামে বাস করে। বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্ত জনগোষ্ঠির হার মাত্র ৪৮.৫%। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ২৩৬ কিলোওয়াট আওয়ার, যা বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলানায় অনেক কম। এতদসত্ত্বেও জনগোষ্ঠির বিপুল অংশ এখনো বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত। অন্যদিকে চাহিদার তুলানায় বিদ্যুৎ উৎপাদন অপ্রতুল। প্রতি বছর বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ১০% হারে বৃদ্ধি পায়। অতীতে চাহিদার সাথে উৎপাদন বৃদ্ধি না করার কারণে জনজীবনে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। বিদ্যুতের ন্যায় প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনেও অতীতে তেমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। যার ফলে গ্যাস সরবরাহ স্বল্পতার কারণে বর্তমানে প্রায় ৭০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কম উৎপাদন হচ্ছে। সার্বিক বিবেচনায় উৎপাদন ক্ষমতা ৪০০০ থেকে ৪৬০০ মেগাওয়াট-এ উঠানামা করে থাকে। গত বছর গ্যাস ভিত্তিক উৎপাদন ছিল ৮৯.২২%। চলতি অর্থ বছরের প্রথম তিন মাসে তা হ্রাস পেয়ে ৮৫.১১% তে-দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা ও আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে গ্যাসের উপর অধিক নির্ভরশীলতা কমিয়ে এনে বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে ভবিষ্যতে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশাপাশি ডুয়েল ফুয়েল, ডিজেল, ফার্নেস ওয়েল, কয়লা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা চুড়ান্ত করা হয়েছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি বর্তমানে বহুল আলোচিত বিষয়। এ জন্য জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে গ্রীণ এনার্জির অনুসন্ধানে মানুষ ধাবিত হচ্ছে। বাংলাদেশে এর ব্যত্যয় ঘটেনি। বাণিজ্যিক উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা অনুমোদন করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০১০ পর্যন্ত সোলার, বায়ু, বায়োমাস ও বায়োগ্যাস ইত্যাদি নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে প্রায় ৩০-৩৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়েছে। এ নীতিমালার আওতায় ২০১৫ সালের মধ্যে মোট উৎপাদনের ৫% এবং ২০২০ সালের মধ্যে মোট উৎপাদনের ১০% নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সরকার কর্তৃক গৃহীত বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রম

সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দেশে এই প্রথমবারের মত বিনামূল্যে ৪৫ লক্ষ গ্রাহককে ১ কোটি ৫ লক্ষ এনার্জি সাশ্রয়ী সি এফ এল বাল্ব বিতরণ করা হয়েছে। এতে প্রায় ৮০-৯০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে। আগামী জুন ২০১১ সালের মধ্যে আরো ১ কোটি ৭৫ লক্ষ এনার্জি সাশ্রয়ী সি এফ এল বাল্ব ৭৫ লক্ষ গ্রাহকের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যায় এতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে। এছাড়া অধিক বিদ্যুৎ শক্তি অপচয়কারী ম্যাগনেটিক ব্যালাষ্টের পরিবর্তে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ইলেকট্রনিক ব্যালাষ্ট এবং T-৫ টিউব লাইট ব্যবহার করার জন্য গ্রাহকদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এখন থেকে চাহিদা যাই হোক বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী সরঞ্জামাদি ব্যবহার ও বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যুতের লোড বরাদ্দ যথাসম্ভব কম রাখা হবে। তাছাড়া নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে গ্রাহকের লোড ২ কিলোওয়াট এর বেশী হলে সোলার প্যানেল স্থাপনের শর্ত যুক্ত করা হয়েছে। গ্রাহকপ্রান্তে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির দক্ষতা নির্ধারণের জন্য বিএসটিআই সহ বিদ্যুৎ বিভাগ সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইনকেনডিসেন্ট বাল্ব উৎপাদনকে নিরুৎসাহিত করে সি এফ এল বাল্ব উৎপাদনকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। সুগার মিলসমূহের নির্গত হিট, যা অপচয় হয়ে থাকে, তা ব্যবহার করে কো-জেনারেশন এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ধানের তুষ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, হাঁস/মুরগীর বিষ্ঠা ও গোবর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এ কাজে কারিগরী সহায়তাসহ ফাইন্যান্সিং এর সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। দেশব্যাপী বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনসহ বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে সরকার উৎসাহিত করছে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে জনসচেতনতার অংশ হিসেবে স্কুল/মাদ্রাসার ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে এবং স্কুল পাঠ্যপুস্তকে নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের বিষয়াদি পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এছাড়া দেশব্যাপী প্রায় ২২ লক্ষ আধুনিক প্রি-পেইড মিটার ব্যবস্থা প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যায়, এর ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদ্যুৎ সাশ্রয় সম্ভব হবে।

বিদ্যুৎ খাতের বিতরণ লস বর্তমানে (অর্থ বছর ২০১০) ১৩.৪৯% যা এক দশক আগেও প্রায় ৩০% ছিল। বিতরণ লসকে বর্তমান গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নিয়ে আসা বিদ্যুৎ খাতের একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। উল্লেখ্য বর্তমানে বিদ্যুতের সিষ্টেম লস পাশ্ববর্তী দেশসমূহের তুলনায় যথেষ্ট কম।

এক নজরে বিদ্যুৎ খাত

উৎপাদন ক্ষমতা	৫৭৭৬ মেগাওয়াট
বর্তমান চাহিদা	৬০০০ মেগাওয়াট
বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা	৪০০০-৪৬০০ মেগাওয়াট
সর্বোচ্চ উৎপাদন (২০ আগষ্ট, ২০১০)	৪৬৯৯ মেগাওয়াট
সঞ্চালন লাইন (২৩০ কেভি এবং ১৩২ কেভি)	৮৫০০ কিলোমিটার
গ্রীড উপকেন্দ্রের সংখ্যা	১১১টি
গ্রীড উপকেন্দ্রের ক্ষমতা	১৬,৯৩৩ এমভিএ
বিতরণ লাইন (সর্বোচ্চ ৩৩ কেভি পর্যন্ত)	২,৭০,০০০ কিলোমিটার
গ্রাহক সংখ্যা	১ কোটি ২০ লক্ষ
বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর হার	৪৮.৫%
মাথাপিছু বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (ক্যাপটিভ জেনারেশন কেভি)	২৩৬ কিলোওয়াট ঘন্টা
বিতরণ লস	১৩.৪৯%
মোট স্থাপিত সোলার হোম সিষ্টেম	৬৪৫,০০০টি
মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিদ্যুৎ উৎপাদন	৩০-৩৫ মেগাওয়াট

২০১৫ পর্যন্ত উৎপাদন পরিকল্পনা

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ২০১১ সালের মধ্যে ৫০০০ মেগাওয়াট এবং ২০১৩ সাল নাগাদ ৭০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হবে। এ লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ১১,৪৬৪ মেগাওয়াটে উন্নীত করা হবে। সরকারী ও বেসরকারী খাতে পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহে ২০১৫ সাল নাগাদ প্রায় ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নের প্রয়োজন হবে। উল্লেখ্য জানুয়ারী ২০০৯ হতে অক্টোবর ২০১০ পর্যন্ত সময়ে প্রায় ৯৭১ মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৭৯১ মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং আগামী ৬ মাসের মধ্যে আরো ৪০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের চুক্তি স্বাক্ষর করা হবে।

২০১৫ (অর্থ বছর) পর্যন্ত বছর ভিত্তিক সম্ভাব্য বিদ্যুতের চাহিদা ও সরবরাহ চিত্র

অর্থ বছর	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫
ডিএসএম অনুযায়ী সর্বোচ্চ চাহিদা	৬৪৫৪	৬৭৬৫	৭৫১৮	৮৩৪৯	৯২৬৮	১০২৮৩
সরকারী খাতে যুক্ত উৎপাদন		৪১৩	১৭৮৮	৭৫০	১৭২০	৪৫০
বেসরকারী খাতে যুক্ত উৎপাদন		১৯৪৮	৩৫২	১৩৯০	১২০০	১৩০০
ক্ষমতা অবসরে যাবে		৪০	৯৮	৩৩	১০৫৮	৪২৬
উৎপাদন ক্ষমতা	৫২৭১	৭৫৯২	৯৬৩৪	১১৭৪১	১৩৬০৩	১৪৯২৭
নেট ক্ষমতা	৫০৬০	৭২৮৮	৯২৪৯	১১২৭১	১৩০৫৯	১৪৩৩০
নির্ভরযোগ্য ক্ষমতা	৩৮৪৬	৫৬১২	৭২১৪	৮৯০৪	১০৪৪৭	১১৪৬৪
পার্থক্য	২৬০৮	-১১৫৩	-৩০৪	৫৫৫	১১৭৯	১১৮১
	-৪০%	-১৭%	-৪%	-৭%	১৩%	১১%

আবুল মাল আবদুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সীমিত সম্পদ অফুরন্ত চাহিদা। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে চাহিদার সাথে ভারসাম্য রক্ষা করে বিদ্যুৎ উৎপাদন সত্যিই দুরূহ। তবে, সংযমী ও সাশ্রয়ী ব্যবহারের মাধ্যমে একজন সাধারণ গ্রাহকও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারেন। বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেয়ে সাশ্রয় প্রায় চারগুণ লাভজনক এবং আমাদের ব্যবস্থায় এত অপচয় হয় যে, সাশ্রয় এখানে অনেক হতে পারে। সকলের মধ্যে এ ধরনের মনোবৃত্তি থাকা প্রয়োজন। জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা, বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রতিরোধে নবায়োনযোগ্য জ্বালানির উৎস আহরণ ইত্যাদির মাধ্যমে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর ক্রমান্বয়ে নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য জ্বালানি নিরাপত্তা করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব।

বিদ্যুৎ খাতে যে ঘাটতি বিরাজমান তা বর্তমান সরকার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। পুরাতন মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস, ছয় বছর ধরে এই খাতে অবহেলা এবং জ্বালানি সংকটের কারণে বর্তমান পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তবে জনদুর্ভোগ হ্রাসে ক্ষমতা গ্রহণের অব্যবহিত পরেই সরকার যে প্রশংসনীয় কর্মপ্রয়াস গ্রহণ করেছে তা বলা অনস্বীকার্য। ইনশাআল্লাহ্‌ ২০১১ অর্থ বছরে আমরা সংকট উত্তরণে সফল হব যদিও বর্ধিত চাহিদা মেটাতে আরো বছর দুয়েক লাগবে।

জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ ২০১০ এই প্রথমবারের মত পালিত হচ্ছে জেনে আমি খুব খুশি হয়েছি। আশা করি জনগণের সচেতনতা ও সম্পৃক্ততা গৃহীত কর্মসূচিকে সফল করবে।

আমি এ ধরনের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

আবুল মাল আবদুল মুহিত

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বীর বিক্রম
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা

বাণী

বিদ্যুৎ বিভাগ -এর উদ্যোগে দেশে প্রথমবারের মত "জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ ২০১০" উদযাপনের কর্মসূচী গ্রহণ একটি ভিন্নধর্মী কার্যক্রম।

এক শতাব্দি পূর্বে ঢাকার নবাবদের উদ্যোগে ঢাকা তথা বাংলাদেশে বিদ্যুতায়নের শুভ সূচনা হয়। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে আমাদের সংবিধানের ধারাবাহিকতায় জনসাধারণের কাছে বিদ্যুতের সুফল পৌঁছে দেয়া একটি অন্যতম অঙ্গীকার। ২০২১ এর মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশ বিদ্যুতায়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিগত সরকারের সময় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়েছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দায়িত্বভার গ্রহণের পর পরই স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশ দেন যা দ্রুত বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি বিশেষভাবে গ্রামীণ অর্থনীতিকে সমর্থন দেয়ার জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাস নির্ভরতা কমিয়ে এনে বহুমাত্রিক জ্বালানি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হচ্ছে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ এবং নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ ব্যবহারের সম্ভাবনা এক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সেই সঙ্গে বিদ্যুতের সাশ্রয়, সংরক্ষণ ও মিতব্যবহার বর্তমান জ্বালানি কৌশলের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

বর্তমান সরকার বিশ্বাস করে যে, কোন উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনগণের সম্পৃক্ততা অপরিহার্য। এই প্রেক্ষাপটে জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ ২০১০ একদিকে যেমন সরকারের নীতিমালা এবং কর্মকান্ড সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করবে, তেমনি তাঁদের প্রত্যাশা সম্পর্কে অবহিত হওয়ারও সুযোগ সৃষ্টি হবে, যার ভিত্তিতে শুধুমাত্র বিদ্যুতায়ন নয় - একটি কল্যাণমুখী সরকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।

ডঃ তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম

মোহাম্মদ এনামুল হক, এম,পি
প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিদ্যুৎ বিভাগ ৮-১২ ডিসেম্বর ২০১০ দেশে প্রথমবারের মত জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালনের উদ্যোগ নেওয়ায় আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করেই নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, সঞ্চালন ও বিতরণ অবকাঠামো নির্মাণ এবং সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।

বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি অন্যতম প্রতিবন্ধকতা জ্বালানি সংকট। বিদ্যুৎ উৎপাদন এককভাবে গ্যাসের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় এ সংকট আরো ঘনীভূত হয়েছে। এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে তরল জ্বালানি ভিত্তিক বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ চলছে। কয়লা, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার এবং পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উপরও সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। গৃহীত পরিকল্পনা বাস্থবায়িত হলে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী ২০১১ সালের মধ্যে ৫০০০ মেগাওয়াট এবং ২০১৩ সালের মধ্যে ৭০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে। এছাড়া ২০১৫ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন সাড়ে ১১ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হবে।

উন্নয়নশলী অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও সম্পদের সীমাবদ্ধতা বিরাজমান। বিদ্যুতের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সীমিত সম্পদের মধ্যেও আমরা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারি। এ বিশ্বাসকে সামনে রেখে বিদ্যুতের সাশ্রয়ী ব্যবহারে জনগণকে সচেতন ও সম্পৃক্ত করার যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে সেজন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানাই। কেননা জনগণের আন্তরিক অংশগ্রহণই কেবল সরকারের শুভ উদ্যোগ গুলোকে সফল করে তুলতে পারে।

'জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ ২০১০' সফল হোক এই কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক

মোহাম্মদ এনামুল হক, এম,পি

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

"বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন, অন্যকে ব্যবহারের সুযোগ দিন" এই থীম নিয়ে বাংলাদেশে এবারই প্রথম বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে ৮ ডিসেম্বর ২০১০ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালিত হচ্ছে।

দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। সরকার ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল জনগোষ্ঠিকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে দেশের সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ লক্ষ্যে সরকার দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি সহ সঞ্চালন ও বিতরণ অবকাঠামো নির্মাণ ও সম্প্রসারণের বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। সরকারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ বিভাগ বিদ্যুৎ খাতের সকল সংস্থাকে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

বিদ্যুৎ বিভাগের এ সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের পাশাপাশি এর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে কাজের মান বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরী। বিদ্যুৎ সপ্তাহ উপলক্ষে বিভিন্ন ইউটিলিটিতে কর্মরত সেরা বিদ্যুৎ ইউনিট , সেরা প্রকল্প পরিচালক, সেরা বিদ্যুৎ গ্রাহক, সেরা বিদ্যুৎ রিপোর্টিং (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া), বিদ্যুৎ সংক্রান্ত সেরা গবেষণা পুরস্কার ও স্কুল/মাদ্রাসার ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বিদ্যুৎ বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

গ্রাহকগণকে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের সচেতনতা বৃদ্ধি এই লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে এ ধারণা থেকে জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ ২০১০ এ সেরা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী গ্রাহককে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়াও বিদ্যুতের সাশ্রয়ী ব্যবহার সম্পর্কে তৃণমূল পর্যায়ে সকলকে সচেতন করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী স্কুল / মাদ্রাসার ছাত্র / ছাত্রীদের জন্য "বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে গ্রাহকের ভূমিকা" শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। বিদ্যুতের সাশ্রয়ী ব্যবহারে জনগণকে সচেতন ও সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণকারী বিদ্যুৎ খাতের সকল সংস্থাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

যে কোন কাজে সফলতার স্বীকৃতি ও গঠনমূলক সমালোচনা সবসময়ই পরবর্তী কাজের মান উন্নয়নের সহায়ক। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া বিভিন্ন সময় দৃষ্টি আকর্ষণমূলক প্রতিবেদনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিভাগকে সহায়তা করে থাকেন। তাই জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ ২০১০ এ বিদ্যুৎ বিষয়ক সেরা রিপোর্টিং (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া) পুরস্কার প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

বিদ্যুতের সর্বোত্তম ব্যবহার সীমিত সম্পদের মধ্যেও দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। একজন সাধারণ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী বিদ্যুতের সাশ্রয়ী ব্যবহারের মাধ্যমে আরেকজনের ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেন। এক ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার চেয়ে এক ইউনিট বিদ্যুৎ সাশ্রয় সহজ ও বেশী লাভজনক। এমতাবস্থায় সকল গ্রাহককে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সংযমী হওয়া উচিত।

জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ ২০১০ এ গৃহীত সকল কর্মসূচীতে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক অংশগ্রহণ কামনা করি। জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ ২০১০ সফল ও সার্থক হোক।

মো: আবুল কালাম আজাদ

গত ১১ বৎসরের বিতরণ লস চিত্রসহ নিম্নে দেখানো হলো :

অর্থ বৎসর	মোট বিতরণ লস (%)
১৯৯৯-২০০০	২৬.০৯
২০০২-২০০১	২৫.৩৪
২০০১-২০০২	২৩.৯২
২০০২-২০০৩	২১.৬৪
২০০৩-২০০৪	২০.০৪
২০০৪-২০০৫	১৭.৮৩
২০০৫-২০০৬	১৬.৫৩
২০০৬-২০০৭	১৭.১৪
২০০৭-২০০৮	১৫.৫৬
২০০৮-২০০৯	১৪.৩৩
২০০৯-২০১০	১৩.৪৯

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রমে গ্রাহকের ভূমিকা

দেশে বিদ্যুতের উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বিস্তর ব্যবধান থাকায় জাতীয়ভাবে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের প্রতি অধিকতর যত্নবান হওয়া সকল গ্রাহকের দায়িত্ব। এ কথা অনস্বীকার্য যে, একজন গ্রাহকের সাশ্রয়কৃত বিদ্যুৎ অন্যদের ঘাটতি মোকাবেলায় সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে । একজন গ্রাহক তাঁর নৈমিত্তিক বিদ্যুৎ ব্যবহারে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী/সাশ্রয়ী মনোভাব পোষণ করে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেন ঃ

- বসতবাড়ী, অফিস-আদালত ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব (CFL) ব্যবহার করে ;
- সাধারণ বাল্ব/ টিউব লাইটের পরিবর্তে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী LED (Light emitting Diode) বাল্ব ব্যবহার করে ;

নবনির্মিত
ঘোড়াশাল ১০০ মেগাওয়াট কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট

নির্মানাধীন
সিদ্ধিরগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট